ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট এন্ড লিজিং কোম্পানী (আইডিএলসি) ফিন্যান্স লিঃ এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন-২০১০

রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল, ঢাকা।
৩১ জুলাই ২০১০ (শনিবার); সন্ধ্যা ৭:৩০ টা

ড. আতিউর রহমান, **গভর্নর**, বাংলাদেশ ব্যাংক *এর ভাষণ*
প্রধান অতিথি

সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ারুল হক (আইডিএলসি),
পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শেয়ারহোল্ডারগণ, সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ,
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী

আস্‌সালামু আলাইকুম /শুভ সন্ধ্যা।

- বাংলাদেশে প্রচলিত (বিশেষায়িতসহ) বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে মোট ৪৭টি। এর পাশাপাশি অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে মোট ২৯টি। যেগুলোর পরিশোধিত মূলধন এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় দেড় হাজার এবং আঠারশ কোটি টাকার উপরে। বাংলাদেশের স্থিতিশীল আর্থিক খাতে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসার পাশাপাশি অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের মূলধন বাজার গঠন-উন্নয়ন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ শিল্প, এসএমই, গৃহনির্মাণ/বাণিজ্যিক ভবন তৈরি, ইজারা, আন্ডাররাইটিং, ব্রিজ ফাইন্যান্সিং, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অর্থায়নে ভূমিকা রেখে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের কলেবরকে যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি তার সমৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আর্থিক খাতে অ-ব্যাংকিং খাতের এই বিরাট অবদানের শক্তিশালী পাটাতন তৈরিতে আইডিএলসি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

- আমরা জেনেছি যে, এখন থেকে ২৫ বছর পূর্বে ১৯৮৬ সালে আইডিএলসি তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৯০ সালে এর শাখা খোলার মাধ্যমে কার্যপরিধি সম্প্রসারণ, ১৯৯৪ সালে আমানত গ্রহণের লাইসেন্স প্রাপ্তি, ১৯৯৫ সালে দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহে অফসোর ফাইন্যান্সারের অনুমোদন, মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন, দু'টি এসএমই শাখাসহ ৪টি নগরে এর ১৮টি শাখায় সাড়ে পাঁচশোরও বেশি শ্রমক্ষমতা (man power) নিয়ে তার ব্যবসায় নানামাত্রিক বহুমুখীকরণে সাফল্য দেখিয়েছে। এসএমই, রিটেল ব্যবসা, মূলধন বাজার এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রে অভাবিতভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছে এই অ-ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। আইডিএলসি ফিন্যান্স লিঃ এর রজত জয়ন্তী উপলক্ষে তাই আজকের আয়োজিত এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির সকল নির্বাহী-কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, সম্মানিত গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীদেরকে জানাই আমার উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

- সমবেত সুধীমন্ডলী/আইডিএলসি সংশ্লিষ্ট সুধীজন, দেশের অর্থনীতির বাড়তি পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আমি কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য ঘোষিত ২০১০-১১ অর্ধবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভংগীতে আমরা বলেছি যে, এটা হবে আরো দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, আরো সহনীয় মূল্যস্ফীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সহায়ক। আপনারা নিশ্চয় এও লক্ষ্য করেছেন যে, বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত আরো শক্ত করে অভ্যন্তরীণভাবে জোরালো চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে সকল প্রতিষ্ঠান অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর মনোনিবেশ করেছে। আজকে আইডিএলসি'র রজত জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমার এই আহ্বান যে, আমাদের অর্থনীতির স্বদেশি সক্ষমতার সম্ভাবনাময় খাতসমূহে, বিশেষ করে এসএমই, সিরামিক্স, পোলট্রি, ঔষধ শিল্প. জাহাজ নির্মাণ শিল্পের মতো খাতের ব্যবসায়িক কারবারে আরো অধিক মাত্রায় অর্থায়ন করে অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে আপনাদের অংশগ্রহণ জোরদার করবেন।

- আগেই যেমনটি উল্লেখ করেছি, বেসরকারি খাতে দেশের প্রথম লিজিং কোম্পানী হিসেবে আইডিএলসি এদেশের লিজিং ইন্ডাস্ট্রির গোড়াপত্তন, আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণ ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। সেবার মান আরো বৃদ্ধিসহ নতুন নতুন উদ্ভাবনীময় প্রোডাক্টস্ সৃষ্টি করে, কর্পোরেট গভর্ন্যান্সের যথার্থ পরিপালনে আইডিএলসি আগামী দিনগুলোতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশাই করছি। এর পাশাপাশি সামাজিক দায়-দায়িত্বের বিষয়টি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কখনোই উপেক্ষা করতে পারে না। এই মানবিক কল্যাণের ব্যাংকিং/আর্থিক কার্যক্রমের দিকেও আগামীতে আপনারা আরো মনোযোগী হবেন বলে আমি আশা রাখি। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ কী করে বাড়ানো যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে আমি আন্তরিক আহবান জানাই। আমাদের দেশের অনগ্রসর চর, হাওড় ও আইলাদুর্গত অঞ্চলের সংগ্রামী, মেধাবী শিক্ষার্থীদের টেকসই উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও এগিয়ে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

- আপনারা অবগত আছেন, তারল্য ব্যবস্থাপনা, মূলধন পর্যাপ্ততা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সরেজমিন এবং রিপোর্টভিত্তিক পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। তাই আপনারা সর্বক্ষণ ঝুঁকিমুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে সমর্থন দিয়ে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা যেমন নিশ্চিত করবেন, তেমনি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করবেন রেগুলেটর হিসেবে সেটিই আমি বরাবর প্রত্যাশা করে থাকি। সুতরাং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে আপনাদের বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রাখার আহবান জানাই। বাংলাদেশ ব্যাংকও এদিকে বাড়তি নজর দিচ্ছে। আপনাদের সহযোগিতা পেলে নিশ্চয় অ-ব্যাংকিং খাতও স্থিতিশীল থাকবে।

- **প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।** আপনারা জানেন অটোমেটেড, ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেকটা অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। বাংলাদেশের লিজিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকংশ ক্ষেত্রেই ক্লাস ফাইন্যান্সিং করে। সেক্ষেত্রে আমি ধরেই নিতে পারি অটোমেশন বা ই-কমার্সের বাস্তবায়নে আপনাদের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তবুও, আমার প্রত্যাশা ই-বাণিজ্যের জন্যে প্রযুক্তি ও জনশক্তিতে বিনিয়োগে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। এনার্জি সংকটে সমগ্র দেশের মানুষ আমরা ভীষণ অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। এর থেকে পরিত্রাণে ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি লিজিং/ফাইন্যান্সিং ইন্ডাস্ট্রিকেও এগিয়ে আসতে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রীন/renewable এনার্জি তৈরি প্রকল্পেও অর্থায়নের দিকে আপনারা বিশেষ দৃষ্টি দিবেন বলে আমি আশা রাখি। বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকে এখন বিশেষ নজর দিচ্ছে। আশা করি আপনারা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবেন।

- আইডিএলসি'র রজত জয়ন্তী উৎসবের মনোমুগ্ধকর, আনন্দদায়ক আজকের এ আয়োজন অবশ্যই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক/শুভার্থী সকলের মাঝে এক নব কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করবে যাতে করে প্রতিষ্ঠানটির দৈনন্দিন কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা, দক্ষতা তথা ব্যবসায়িক সাফল্য বয়ে আনতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পরিশেষে আবারো আইডিএলসি ফিন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানসহ এর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার, স্টেকহোল্ডার ও সমবেত সুধীমন্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি। শুভরাত্রি।